



## নির্বাচনী আচরণবিধি

তারিখ: ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২০২০-২০২২ মেয়াদকালের জন্য সমিতি'র কার্যনির্বাহী কমিটি ও শাখা কমিটিসমূহের নির্বাচন আগামী ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনী আচরণবিধি ও নিয়মাবলী নিম্নে বর্ণিত হলো:

- ১) নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাণিজ্য সংগঠন শাখা কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপনসমূহ, সমিতি'র সংঘবিধি এবং এই নির্বাচনী আচরণবিধি ও নিয়মাবলীর বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি বা কোনো সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।
- ২) নির্বাচনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এক বা একাধিক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিযুক্ত করবে। তবে কোন কার্যনির্বাহী সদস্য, প্রার্থী কিংবা মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর প্রস্তাবক বা সমর্থক কাকেও নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে না।
- ৩) বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ধারা ১৩(৩) অনুসারে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের পরে সমিতি'র সদস্য হয়েছেন বা নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ৬০তম দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সমিতি'র প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রেখেছেন এমন কোনও সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোটার হতে পারবেন না।
- ৪) ১৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে সমিতির চাঁদা প্রদান এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ধারা ৬(১) অনুসারে ২০১৯-২০২০ সালের / নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি, হালনাগাদ (২০১৮-২০১৯ / ২০১৯-২০২০) আয়কর সংক্রান্ত দলিলপত্র / ডকুমেন্টস (আয়কর প্রদান সনদপত্রের ফটোকপি / আয়কর প্রদান রশিদের ফটোকপি / আয়কর অ্যাসেসমেন্ট রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের ফটোকপি) এর সত্যায়িত কপি সমূহ দাখিল করতে ব্যর্থ হলে নির্বাচনে ভোটার হওয়া যাবে না।
- ৫) দাখিলকৃত দলিলাদি/ডকুমেন্টস-এ কোন প্রকার অসম্পূর্ণতা বা অস্পষ্টতা গ্রহণযোগ্য নয়।
- ৬) বাণিজ্য সংগঠন (ডিটিও) সিদ্ধান্ত অনুসারে একই টিআইএন ব্যবহার করে একটি নির্বাচনে একাধিকবার ভোটার হওয়া যাবে না। একটি প্রতিষ্ঠান একই টিআইএন এর বিপরীতে একটি ভোট প্রদানের অধিকারী হবে।
- ৭) ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোনও ব্যক্তি কার্যনির্বাহী কমিটি বা শাখা কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হতে পারবেন না।
- ৮) শাখা কমিটি নির্বাচনে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী সংশ্লিষ্ট শাখার ভোটার হতে হবে।
- ৯) নির্বাচনী কার্যালয় হতে সদস্যদের নিকট ই-মেইলে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রেরণ করা হবে, তবে ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকার বিনিময়ে অতিরিক্ত তালিকা সংগ্রহ করা যাবে।
- ১০) প্রত্যেক প্রার্থীকে কার্যনির্বাহী কমিটি'র সদস্যদের মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং শাখা কমিটি'র সদস্যদের মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে।
- ১১) নির্বাচনী তফসিল অনুসারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে নির্ধারিত মনোনয়ন ফি প্রদানপূর্বক নির্বাচনী কার্যালয় হতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
- ১২) মনোনয়নপত্রে উল্লেখিত নিয়মাদি অনুসরণ পূর্বক তা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৩) তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন ফি প্রদানের মূল রশিদ সংযুক্ত করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে।
- ১৪) মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং অথবা তার প্রতিনিধি, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী উপস্থিত থাকতে পারবেন।
- ১৫) নির্বাচন বোর্ড কারো মনোনয়নপত্র বাতিল করলে প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
- ১৬) নির্বাচন তফসিল জারি করার পর হতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত আচরণ বিধি প্রযোজ্য হবে, যথা:  
(ক) নির্বাচন উপলক্ষে বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, দেয়াল লিখন অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না।  
(খ) মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।



## নির্বাচনী আচরণবিধি

- (গ) ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 সাইজের প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাবে, তবে কোন রকম উপটৌকন প্রেরণ করা যাবে না।
- (ঘ) কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল, রেস্টোরাঁ বা কমিউনিটি সেন্টার বা অন্য কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং উহাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- (ঙ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব হতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকবে।
- (চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত ১০০ গজের মধ্যে কোনও প্রার্থী অথবা তার সমর্থকের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
- (ছ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোনও প্রার্থী কিংবা ভোটার বা অন্য কেহ ভোট গ্রহণ এলাকার ১০০ গজের মধ্যে অহেতুক অবস্থান করতে পারবেন না।
- ১৭) নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাবে। প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করতে পারবেন।
- ১৮) ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক কোন বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।
- ১৯) সংগঠনের দপ্তরে রক্ষিত সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত সদস্যের নমুনা স্বাক্ষরের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ছবি সম্বলিত পরিচিতি পত্রের মাধ্যমে ভোটার সনাক্ত করা হবে।
- ২০) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি এবং শাখা কমিটি নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য আলাদা-আলাদা ব্যালট পেপার থাকবে। কেবলমাত্র ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারগণ নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন পূর্বক ভোট দিতে পারবেন।
- ২১) ভোটকেন্দ্রে আগত প্রত্যেক ভোটারকে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য একটি ব্যালট পেপার দেয়া হবে এবং শাখা কমিটির নির্বাচনে ভোট প্রদানের জন্য ভোটকেন্দ্রে আগত শাখা কমিটির প্রত্যেক ভোটারকে অতিরিক্ত আরেকটি ব্যালট পেপার প্রদান করা হবে।
- ২২) কোন প্রার্থী নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর লিখিতভাবে নির্বাচনে কেবলমাত্র একজন পোলিং এজেন্ট মনোনীত করতে পারবেন।
- ২৩) ভোট গ্রহণ প্রারম্ভের অন্তত ১৫ মিনিট পূর্বে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন প্রার্থীগণ বা তাদের মনোনীত পোলিং এজেন্টের (যদি উপস্থিত থাকেন) সম্মুখে নিরীক্ষণ করে শূন্যতার নিশ্চয়তার বিধান পূর্বক ব্যালট বাস্ক বন্ধ ও সীল করবেন এবং নির্বাচন বোর্ড, প্রার্থী ও ভোটারদের নিকট দৃশ্যমান একটি উপযোগী স্থানে স্থাপন করবেন।
- ২৪) ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে একসঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাইরে ব্যালট পত্র নেওয়া যাবে না।
- ২৫) নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্য, নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা, প্রার্থী, ভোটার, প্রার্থীদের মনোনীত পোলিং এজেন্ট এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।
- ২৬) প্রার্থীরা মনে করলে কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসনে ভোট কেন্দ্রের ভিতর অবস্থান করতে পারবেন, তবে কোনভাবেই সেখানে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা বা নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কোন কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারবেন না।
- ২৭) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ভোটার কেবল এক সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন।
- ২৮) শারীরিকভাবে অসমর্থ কোন ভোটার সাহায্যকারী ব্যতীত ভোটদানে অপারগ হলে নির্বাচন বোর্ড নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে একজনকে ভোট প্রদান কক্ষে উক্ত ভোটারের সাহায্যকারী নিযুক্ত করবেন।
- ২৯) নির্বাচনী তফসিলে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত সকল ভোটার ভোট দান করতে পারবেন। ভোট প্রদান শেষে প্রত্যেক ভোটার নিজে ব্যালট পেপার ব্যালট বাস্কের ভিতর রাখবেন। উপস্থিত কোনও ভোটার ভোট প্রদান করতে বাকী না থাকলে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হবে।
- ৩০) অপ্রতিদ্বন্দিত নির্বাচনে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১৭ নং ধারা অনুসারণ করা হবে।



## নির্বাচনী আচরণবিধি

- ৩১) প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১৮ নং ধারা অনুসারে সমিতি'র কার্যনির্বাহী কমিটি'র ৭ (সাত) জন পরিচালক এবং প্রত্যেক শাখা কমিটিতে ৭ (সাত) জন করে সদস্য নির্বাচিত হবেন।
- ৩২) কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত ৭ জন পরিচালকের মধ্য হতে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন মহাসচিব, একজন যুগ্ম-মহাসচিব এবং একজন কোষাধ্যক্ষ, অর্থাৎ মোট ৫টি পদের জন্য নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পদবন্টনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- ৩৩) প্রত্যেক শাখা কমিটিতে নির্বাচিত ৭ জন সদস্যের মধ্য হতে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সেক্রেটারী এবং একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী, অর্থাৎ মোট ৫টি পদের জন্য নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গোপন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পদবন্টনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- ৩৪) সাধারণ নির্বাচন অথবা পদ বন্টন নির্বাচনে কোনও টাই হইলে নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হবে।
- ৩৫) পদবন্টনোত্তর কার্যনির্বাহী কমিটিতে দুইজন করে পরিচালকের ক্রম এবং প্রত্যেক শাখা কমিটিতে দুইজন করে সদস্যের ক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটাধিক্য বিবেচ্য হবে, তবে প্রাপ্ত ভোট সমান হলে লটারীর মাধ্যমে ক্রম নির্ধারিত হবে।
- ৩৬) ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অথবা কোনও ভোটারের কোনও আপত্তি থাকলে ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে তিনি নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। এ ব্যাপারে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে।
- ৩৭) বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি'র কার্যালয়টি নির্বাচনী কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ এবং তথ্য ও ডকুমেন্ট আদান-প্রদান/জমাদান এই কার্যালয়ে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৩৮) election@bcs.org.bd নির্বাচন বোর্ডের অফিসিয়াল ইমেইল অ্যাড্রেস হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- ৩৯) ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরস্থ 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র'র উইন্ডি টাউন হলে ১৪ মার্চ ২০২০ তারিখ সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
- ৪০) নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি নির্বাচনী কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানানো হবে এবং তদতিরিক্ত সেসব election@bcs.org.bd ইমেইল অ্যাড্রেস থেকে প্রেরণ করা হবে।
- ৪১) নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত কোনও তারিখে যে কোনও কারণে সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া কোনো কর্মদিবস বন্ধ থাকলে বা সরকারী ছুটি থাকলে পরবর্তী দিন তফসিলের কর্মদিবস বলে গণ্য হবে। নির্বাচনী কার্যালয়ের সময়সূচি শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।
- ৪২) নির্বাচনী আচরণবিধি ও নিয়মাবলীতে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত কোন কিছু অনুল্লিখিত থাকলে তা বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সংঘবিধি অনুসারে প্রতিপালিত হবে।
- ৪৩) নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন এবং নির্বাচন পরিচালনায় কোনও প্রকার সাংঘর্ষিক কিছু দেখা দিলে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ প্রাধান্য পাবে।

টি.আই.এম. নূরুল কবির  
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড

শেখ কবীর আহমেদ  
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড

বীরেন্দ্র নাথ অধিকারী  
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড